দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...... 8 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৪ ...

আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আসরে বাংলাদেশের মেধাবী তরুণেরা গত কয়েক বছর ধরেই সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে আসছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরো অনেক দেশকে বাছাই পর্বে পরাজিত করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারস্ দল এসিএম আইসিপিসি ২০০৩ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর কয়েক দিন পরেই হলিউডের বেভারলি হিলসে বসছে এসিএম আইসিপিসি ২০০৩-এর চূড়ান্ত আসর। ঐ আসরে যে তিন মেধাবী তরুণ বাংলাদেশের পতাকা বহন করবেন, তাদের নিয়েই এবারে তথ্য প্রযুক্তি পাতার প্রধান ফিচার লিখেছেন- জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

দুনিয়া জুড়ে মেধাবী তরুণের লড়াই এসিএম আইসিপিসি ২০০৩ প্রতিযোগিতা এ বছর আয়োজিত হতে যাচ্ছে হলিউডখ্যাত বেভারলি হিলসে। প্রতিযোগিতা চলবে ২২ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত। ২০০২ সালের ঢাকা রিজিয়নে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এশিয়ার আরো অনেক দেশকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারস্ দলের তিন প্রতিযোগী নির্বাচিত হয় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার জন্য। সুপারস্ দলের এ তিন প্রতিযোগী হলোঃ আসিফ উল হক, মেহেদী বখত, মোহাম্মদ সাইফুর রহমান। প্রতিযোগিদের সাথে টিম কোচ হিসেবে রয়েছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ কায়কোবাদ।

আসিফ উল হক

আসিফ উল হকের প্রথম কম্পিউটারে হাতে খড়ি ১৯৯৯ সালের মে মাসে। কম্পিউটারটি ছিল ইন্টেল পেন্টিয়াম টু ৩৩৩ মেগাহার্জ মানের। তিনি নটরডেম কলেজ থেকে মেধা তালিকায় ১০ম পজিশন নিয়ে কৃতিত্বের সাথে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন।

কম্পিউটারের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ এবং লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নে ভর্তি হোন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। বাবা আব্দুল হক একজন ব্যবসায়ী (বিটিসিএল) এবং মা কোহিনূর বেগম একজন গৃহিণী। একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ২০০১ সালে ঢাকা সাইট এসিএম কনটেস্টে প্রথম রানার্স আপ এবং ২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন হোন। প্রোগ্রামিং কনটেস্ট এবং এ সাফল্যধারায় বাবা-মা, ভাইবোন ছাড়াও কায়কোবাদ স্যার, সৈকত স্যার, মেহেদী, সোহেল এবং মুশতাক আহমেদ-এর ছিল অশেষ অবদান। তার ডেভেলপ করা উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার এর তালিকায় রয়েছে মাইনসোয়েপার (সি), এইচটিটিপি সার্ভার (জাভা) এবং লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (ভিজুয়েল বেসিক এবং ওরাকল)।

আসিফ মনে করেন ভালো প্রোগ্রামার হতে হলে প্রয়োজন অত্যন্ত প্রখর বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিশেষ করে গণিতে। আর এজন্য ছোটবেলা থেকে সৃজনশীলতা এবং মুক্ত চিন্তা করা দরকার। তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কম্পিউটার সায়েন্সে গবেষণা করা। আসিফের মতে,. যেকোন কাজে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন কাজের মাঝে আনন্দ খুঁজে নেয়া।

মেহেদী বখত

মেহেদী বখত মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে ১১তম এবং ৩য় পজিশন নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়তে আসেন। বাবা ডঃ জায়েদ বখত বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এ অর্থনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত এবং মা হালিমা জায়েদ একজন গৃহিণী।

মেহেদী বখতের প্রথম কম্পিউটারে হাতে খড়ি ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে। কম্পিউটারটি ছিল ইন্টেল পেন্টিয়াম টু ৪০০ মেগাহার্জ মানের। একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ২০০১ সালে ঢাকা সাইট এসিএম কনটেস্টে দ্বিতীয় রানার্স আপ এবং ২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন হোন। প্রোগ্রামিং কনটেস্ট এবং এ সাফল্যধারায় বাবা-মা, ভাই-বোন ছাড়া ও কায়কোবাদ স্যার, সৈকত স্যার, মেহেদী, ফেরদৌস, কামরুজ্জামান, সোহেল এবং মুশতাক আহমেদ-এর

আহমেদের ছিল অশেষ অবদান। তার ডেভেলপ করা উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার-এর তালিকায় রয়েছে গেম টমির ট্রিপ (সি এবং সি++), ৮ ও মেইল ক্লায়েন্ট (জাভা ২) এবং লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (ওরাকল)।

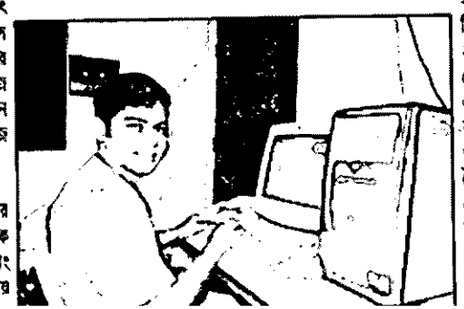

মোহাম্মদ সাইফুর রহমান মনে করেন মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকেই প্রোগ্রামিং কনটেস্ট আয়োজন করা বিশেষ জরুরী, কেননা এতে করে ওয়ার্ল্ড ফাইনালে আরো শক্তিশালী প্রতিযোগী তৈরি সম্ভব। ভালো প্রোগ্রামার হতে হলে প্রয়োজন প্রখর চিন্তাশক্তি, অফুরান উদ্যম, আন্তরিক আগ্রহ এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। আইসিপিসি ২০০৩ এ শীর্ষ অবস্থানের পাশাপাশি তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কম্পিউটার সায়েন্সে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন। ☐

ছিল অশেষ অবদান। তার ডেভেলপ করা উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার-এর তালিকায় রয়েছে থ্রিডি অবজেক্ট ড্রইং এন্ড রোটেশন (সি), এইচটিটিপি সার্ভার (জাভা) এবং স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (ভিজুয়েল বেসিক এবং ওরাকল)।

মেহেদী বখত মনে করেন, রাশিয়ানদের মডেল হিসেবে ধরে নিয়ে স্কুল পর্যায় থেকে প্রোগ্রামিং এবং গণিতের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। ভালো প্রোগ্রামার হতে হলে প্রয়োজন গভীর চিন্তা করার ক্ষমতা, পঠিত বিষয়কে বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করার ক্ষমতা ছাড়াও আন্তরিক আগ্রহ এবং সঠিক লক্ষ্য। তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কম্পিউটার সায়েন্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা।

মোহাম্মদ সাইফুর রহমান

মোহাম্মদ সাইফুর রহমানের প্রথম কম্পিউটারে হাতে খড়ি ১৯৯৬ সালে। কম্পিউটারটি ছিল এসার ৪৮৬ ডিএক্স ফোর মানের। বড় ভাই সোহেল রহমানের হাত ধরে প্রথম অনুপ্রবেশ প্রোগ্রামিংয়ের খটমট জগতে।

সোহেল রহমান বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন। সাইফুর রহমান গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৬তম এবং ঢাকা কলেজ থেকে মেধা তালিকায় ১৫তম পজিশন নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়তে আসেন।

বাবা মোঃ সিদ্দিকুর রহমান আটলান্টা এন্টারপ্রাইজের পরিচালক এবং মা হোসনে আরা বেগম গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ২০০১ সালে ঢাকা সাইট এসিএম কনটেস্টে চতুর্থ এবং ২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন হোন। প্রোগ্রামিং কনটেস্ট এবং এ সাফল্যধারায় বড় ভাই সোহেল রহমান ছাড়াও কায়কোবাদ স্যার, সৈকত স্যার, মেহেদী, ফেরদৌস, কামরুজ্জামান, সোহেল এবং মুশতাক